যায়যায়দিন

তারিখ ৩১.১.১৩
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৬ ......

মাধ্যমিক স্তরে পরীক্ষার্থী কমেছে ১ লাখ ১৬ হাজার

যাযাদি রিপোর্ট

৩ ফেব্রুয়ারি এসএসসি, দাখিলসহ সমমানের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। ১০টি শিক্ষাবোর্ডের আওতায় ১৩ লাখ তিন হাজার ২০৩ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেবে। যা গতবারের চেয়ে এক লাখ ১৬ হাজার ৪৫৪ জন কম।

বুধবার সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ তথ্য দেন।

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা শুরু ৩ ফেব্রুয়ারি

শিক্ষামন্ত্রী জানান, এবার ১০টি শিক্ষাবোর্ডের আওতায় অংশ নেয়া মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছয় লাখ ৬৮ হাজার ২৬৮ জন ছাত্র এবং ছয় লাখ ৩৪ হাজার ৯৩৫ জন ছাত্রী। মোট ২৭ হাজার ৭৩টি প্রতিষ্ঠান থেকে দুই হাজার ৭৫৮টি কেন্দ্রে এসব পরীক্ষার্থী অংশ নেবে।

সাধারণ শিক্ষাবোর্ডের আওতায় এসএসসিতে নয় লাখ ৮৯ হাজার ৮১৭, দাখিল পরীক্ষায় দুই লাখ ২৫ হাজার ২৬, ভোকেশনালে ৮৮ হাজার ৩৬০ জন অংশ নেবে। আর বিদেশের সাতটি কেন্দ্রে অংশ নিচ্ছে ২৯৩ জন পরীক্ষার্থী।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে তত্ত্বীয় পরীক্ষা শুরু হয়ে চলবে ৫ মার্চ পর্যন্ত। আর ব্যবহারিক পরীক্ষা হবে ৬ থেকে ১২ মার্চ পর্যন্ত। শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু পরিবেশের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা শেষ করে যে মাসেই ফলাফল প্রকাশ করা হবে। আটটি সাধারণ বোর্ডের আওতায় এসএসসিতে নয় লাখ ৮৯ হাজার ৮১৭ পরীক্ষার্থীর মধ্যে চার লাখ ৮৮ হাজার ৪৮২ জন ছাত্র এবং পাঁচ লাখ এক হাজার ৩৩৫ জন ছাত্রী। দাখিল পরীক্ষায় অংশ নেয়া দুই লাখ ২৫ হাজার ২৬ শিক্ষার্থীর মধ্যে এক লাখ ১৫ হাজার ৬৬২ জন ছাত্রী এবং এক লাখ নয় হাজার ৩৬৪ জন ছাত্রী। আর কারিগরি বোর্ডের আওতায় অংশ নেয়া ৮৮ হাজার ৩৬০ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৬৪ হাজার ১২৪ জন ছাত্র এবং ২৪ হাজার

পরীক্ষার্থী : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

পরীক্ষার্থী : মাধ্যমিক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

২৩৬ জন ছাত্রী।

তিনি বলেন, আটটি সাধারণ বোর্ডের আওতায় এসএসসিতে ছাত্রীসংখ্যা বেশি হলেও মাদ্রাসা এবং কারিগরি বোর্ডে ছাত্রীসংখ্যা কমে যাওয়ায় মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা কমেছে।

সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী জানান, এবার ২৭ হাজার ৬৩টি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। গতবার ২৬ হাজার ৮৫৫টি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় অংশ নেয়। গতবারের চেয়ে এবার ২১৮টি বেশি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেবে।

এবার মোট পরীক্ষার্থী কম হলেও ২৯৪টি কেন্দ্র বেড়েছে। এ বছর দুই হাজার ৭৫৮টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হবে। গত বছর দুই হাজার ৪৬৪টি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেয়া হয়।

বিদেশের জেদ্দা, রিয়াদ, ত্রিপলী, দোহা, আবুধাবী, দুবাই ও বাহরাইন কেন্দ্র থেকে ২৯৩ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেবে। এরমধ্যে ১২৩ জন ছাত্র, আর ১৭০ জন ছাত্রী।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, বাংলা দ্বিতীয় পত্র, ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, গণিত ও উচ্চতর গণিত ছাড়া এবার অন্য বিষয়ের পরীক্ষা সৃজনশীল প্রশ্নে হবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, সেরিব্রাল পালসজনিত প্রতিবন্ধী এবং যাদের হাত নেই এমন প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থী শ্রুতি লেখক (শ্রুতি লেখক) সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে এবং অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় পাবে।

মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার দিন দিন কমছে উল্লেখ করে শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী জানান, ২০১২ সালে ১৪ দশমিক ৭৬ শতাংশ, ২০১১ সালে ২২ শতাংশ, ২০১০ সালে ৩৬ শতাংশ এবং ২০০৯ সালে ৪৮ শতাংশ শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন, ঢাকা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আবদুস সালাম, মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুল নূর, কারিগরি বোর্ডের চেয়ারম্যান আবুল কাশেম, ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এসএম ওয়াহিদুজ্জামানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।